পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-২০১৯অর্থবছেরর এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর সার সংক্ষপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয়অতিক্রান্তপ্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৫ টি	০৫ টি	-	--	০৫টি	০৫টি	১৮.১৮% ৫০.০০%	-	১২.৪১% ১৪.২৫%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০৫টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মোয়াদকালঃ

ক্র: নং-	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
০১	পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	২৮০৮.০০	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৯
০২	পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	২২৭২.৩৬	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৯
০৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	১৭৪৬.১৭	০১ এপ্রিল, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৯
০৪	খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পাশ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প		০১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৯
০৫	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ		

৩।সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
“বান্দরবান জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” প্রকল্পটি ১৫১৮ লক্ষ টাকা ৩৪.প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিলহতে জুন ২০১৬ ,, ২০১৮ মেযাদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও এক বার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পটি এপ্রিলহতে জুন ২০১৬ ,, ২০১৯ মেয়াদে সম্পন্ন হয় এবং প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় দাড়ায় ১৭৫১ ১৭. লক্ষ টাকা। যাতে মোট ১৭.১৭৪৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে প্রাক্কলনের সাথেব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে ২১৭ লক্ষ টাকা ৮৩.(১৪ (%২৫.) মাস ০৬ এবং মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে১৮।(%১৮.	প্রকল্প গ্রহণের সময় ও ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের শুরু থেকে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;
অনেক ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচনের আগে উক্ত উপকারভোগীর নির্ধারিত স্থানে কাজ বাস্তবায়নযোগ্য কিনা তা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই সঠিকভাবে যাচাই বাচাই-ও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়না।	উপকারভোগী নির্বাচনের আগে উক্ত উপকারভোগীর নির্ধারিত স্থানে কাজ বাস্তবায়নযোগ্য কিনা তা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই সঠিকভাবে যাচাই বাচাই-ও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করতে হবে;
প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকলেও সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে দাখিল করা হয় না।দাখিলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ;এবং	প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর দাখিলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ;
সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রতিটি সড়কের আইডি নম্বর নিশ্চিতকরণ এবং বাস্তবায়নের পর্যায়ে সড়কের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ক্রয়কৃত প্যাকেজের অগ্রগতি ও পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য সড়কের চেইনেজ উল্লেখ করা হয় না। এছাড়া দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সড়কের আইডি নম্বর প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।	প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রতিটি সড়কের আইডি নম্বর নিশ্চিতকরণ এবং বাস্তবায়নের পর্যায়ে সড়কের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ক্রয়কৃত প্যাকেজের অগ্রগতি ও পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য সড়কের চেইনেজ উল্লেখ করতে হবে এবং দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সড়কের আইডি নম্বর প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

১। **প্রকল্পের নাম:** পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩। **প্রকল্পের অর্থায়ন:** জিওবি

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২৪৯৮.০০	২৮৪৩.০০	২৮০৮.০০	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	৩১০.০০ (১২.৪১%)	১ বছর (৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব খাত						
	সরবরাহ ও সেবাঃ					
১	ডাক/কুরিয়ার	থোক	থোক	০.১০	১০০%	০.১০
২	টেলিফোন/মোবাইল/ইন্টারনেট	থোক	থোক	০.১০	১০০%	০.১০
৩	ছাপা ও প্রকাশনা	থোক	থোক	০.৫০	১০০%	০.৫০
৪	স্টেশনারী	থোক	থোক	৫.৩০	১০০%	৫.৩০
৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	০.৫০	১০০%	০.৫০
৬	আপ্যায়ন	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০
৭	সম্মানী	থোক	থোক	২.০০	১০০%	২.০০
৮	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৪.৭৯	১০০%	৪.৭৯
	উপ-মোট রাজস্বঃ			**১৪.২৯**		**১৪.২৯**
(খ) মুলধন ব্যয়						
৯	**নির্মাণ ও পূর্তঃ**					
	(১) মাটির কাজ	ঘঃমিঃ	২০৯৭৩২.৮০	৩৬৯.২৬	১০০%	৩৬৯.২৬ (১০০%)
	(২) এইচবিবি রাস্তা	কি:মি:	২৫.০০	৯৩৮.১৯	১০০%	৯৩৮.১৯ (১০০%)
	(৩) ব্রিজ/কালভার্ট	মিটার	১২২.০৫৪	৬০৮.৫৫	১০০%	৬০৮.৫৫ (১০০%)
	(৪) ব্রিক টো-ওয়াল	মিটার	২০৮০.০০	৪১২.৮৭	১০০%	৪১২.৮৭ (১০০%)
	(৫) ড্রেইন	মিটার	১১৭৩২.০০	৩১৬.৫১	১০০%	৩১৬.৫১ (১০০%)
	(৬) আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল	মিটার	৪০৯.৩৫	১৮৩.৩৩	১০০%	১৪৮.৩৩ (৮০.৯১%)
	উপ-মোট মূলধনঃ			**২৮২৮.৭১**		**২৭৯৩.৭১**

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(গ) প্রাইস কনটিনজেন্সি		-	-	-	-	-
(ঘ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		-	-	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			**১০০%**	**২৮৪৩.০০**	**১০০%**	**২৮০৮.০০ (৯৮.৭৭%)**

তথ্য সূত্র: পিসিআর

৬। **প্রকল্প এলাকা:** খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা ও মানিকছড়ি উপজেলা।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** পিসিআর এর তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, অনুমোদিত অংগসমূহের বিপরীতে বাস্তব কাজ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৮.১ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:** দিঘীনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম এবং মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী ইউনিয়নের ৩টি গ্রাম দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। এই ১৬ গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৫,০০০ জন। গ্রাম হতে ইউনিয়ন এবং উপজেলা সদরে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম পায়ে হাঁটার পথ। বর্ষা মৌসুমে পায়ে হাটার মাটির রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যায়। কোন কোন স্থানে ভূমি ধ্বসের ফলে রাস্তা চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে এসব গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করতে পারেনা। কৃষকগণ উৎপাদিত পণ্য নিকটস্থ বাজারে পরিবহণ করতে পারেনা। উপজেলা সদরের সাথে গ্রামগুলো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এসব বিষয়াদি বিবেচনায় এনে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **উদ্দেশ্য:**

- প্রত্যন্ত এলাকার ১৬ টি গ্রামের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন;
- সামাজিক সেবা সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে সহজে যোগাযোগ স্থাপন(স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার ইত্যাদি);
- প্রত্যন্ত এলাকার গরীব জনগণের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;
- স্থানীয় কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করা; এবং
- পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮.৩ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:** (ক) মাটির কাজ (খ) এইচবিবি সড়ক (গ) ব্রিজ/কালভার্ট (ঘ) ব্রিক টো-ওয়াল (ঙ) ড্রেইন এবং (চ) আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল।

৮.৪ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:** প্রকল্পটি ২৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবতার নিরিখে বাস্তব কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেগুলো আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে প্রকল্প ব্যয় ১৩.৮১% এবং সময় ১ বছর বৃদ্ধি করে ১ম সংশোধনী প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯। **প্রকল্পটির ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য্য) এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** প্রকল্পটির আওতায় ৭টি প্যাকেজে 'কার্য' ক্রয় বাবদ মোট ২৪৪৭.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। উক্ত সংস্থান মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;

(খ) পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন:** আইএমইডি'র প্রতিনিধি কর্তৃক গত ১১/০৮/২০২০ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

১১.১ **অনুমোদিত কাজ:**

প্রকল্পটির কার্যক্রম খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলা ও মানিকছড়ি উপজেলায় মোট ২৫ কিলোমিটার (৩টি সড়ক) এইচবিবি সড়ক ও সড়ক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান রাখা হয়। সড়ক ৩টির তথ্যাদি নিম্নরূপ:

উপজেলার নাম	সড়কের বিবরণ	অনুমোদিত কাজের পরিমাণ
দীঘিনালা উপজেলা	(১) হাচিনসনপুর হতে তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সুজন চাকমার দোকান ও ধন্যমাছড়া হয়ে ক্ষেত্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়কে মাটিকাটা, ব্রিজ/কালভার্ট, প্রতিরোধক কাজসহ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	৮ কি:মি:
	(২) কৃপাপুর সুরেশ কুমার এর বাড়ি হতে দজর পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে বামে কবাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়কে মাটিকাটা, ব্রিজ/কালভার্ট, প্রতিরোধক কাজসহ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	৯ কি:মি:
মানিকছড়ি উপজেলা	(৩) ডলু পুরাতন মসজিদ হতে ডেপুয়া পাড়া হয়ে নামার তিনটহরী পর্যন্ত সড়কে মাটিকাটা, ব্রিজ/কালভার্ট, প্রতিরোধক কাজসহ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	৮ কি:মি:

১১.২ **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পের আওতায় দিঘীনালা উপজেলায় বাস্তবায়িত ২টি সড়ক পরিদর্শন করা হয়। সড়ক দু'টির ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি, অগ্রগতি, পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য বর্ণনা নিম্নরূপ:

১১.২.১ **(ক) পরিদর্শিত সড়কের বিবরণ:** হাচিনসনপুর হতে তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সুজন চাকমার দোকান ও ধন্যমাছড়া হয়ে ক্ষেত্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়কে মাটিকাটা, ব্রিজ/কালভার্ট, প্রতিরোধক কাজসহ ৮ কিলোমিটার সড়ক এইচবিবিকরণ।

(খ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া: নির্মাণ কাজটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর হতে প্রায় ৩৫.০০ কিঃমিঃ দূরে দিঘীনালা উপজেলার দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। অবকাঠামোসমূহের ডিজাইন এলজিইডি'র Road Design Standard অনুসরণে হালনাগাদ রেট সিডিউল অনুযায়ী ৭ কিলোমিটার সড়কের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৮১৭.৭৩ লক্ষ টাকা। দরপত্র সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায়- দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬, দৈনিক সবুজদেশ পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬, দি ক্যাপিটেল নিউজ পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬, দৈনিক অরণ্যবার্তা পত্রিকায় ১১/০৯/২০১৬ এবং দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬ ইং তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিক্রিত সিডিউলের সংখ্যা ৫টি। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৩টি। রেসপনসিভ দরপত্রসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন টেন্ডারার মেসার্স সেলিম এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক দাখিলকৃত উদ্ধৃত দর "১.৪৪০% (প্রায়) উর্ধদর", টাকা ৮,২৯,৫১,৮২৫.৫৯ (আট কোটি উনত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার আটশত পঁচিশ টাকা উনষাট পয়সা) মাত্র দরপত্রটি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে সড়কটির দৈর্ঘ্য ১ কিলোমিটারসহ আনুষঙ্গিক কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির ১ম সংশোধনীর সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৮ কিলোমিটার ও মোট চুক্তিমূল্য ৯৫১.৪৫ লক্ষ টাকা। অতিরিক্ত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৮/০৬/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২০/০৬/২০১৯। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়- ক্রয় বিধিমালা অনুসরণে ক্রয়চুক্তি ও বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়কটির নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে মোট ৯২৩.২০ লক্ষ টাকা।

(গ) বাস্তব কাজ অবলোকন: সড়কটি এইচবিবি সড়ক হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার পাহাড়ী রাস্তার উচু-নীচু ঢাল এবং নানা ধরনের বাঁকের ফলে অল্প পরিমান জায়গায় অনেক ঘুরে যেতে হয়। সড়কটির শুরুর স্থান হতে প্রায় ৩ কিলোমিটার পরে ছোট ছড়া পাওয়া যায়। ছড়ার পাশে পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের রিটেইনিং ওয়াল এবং নির্মিত কালভার্টটির দু'পার্শ্বের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিধায় রিটেইনিং ওয়াল ও এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা হলে সড়কটি জনসাধারণ ব্যবহারে আরও সুফল ভোগ করবে। এছাড়া পাহাড়ী এলাকা বিধায় নির্মিত সড়কটির অনেক স্থানে দু'পাশের আগাছা সড়কের উপর ঝুলে রয়েছে এবং বেশ কয়েকটি স্থানে সড়কের মধ্যস্থান বরাবর মাটির স্তূপ ও আগাছা দেখা গেছে যা অপসারণ করা জরুরি প্রয়োজন।

প্রকল্পভুক্ত সড়কের স্থির ছবি



চিত্র-১: সড়কে জন্মানো আগাছা



চিত্র-২: সড়কে ঝুলে থাকা আগাছা



চিত্র-৩: নির্মিত কালভার্টটির একপ্রান্তের এ্যাপ্রোচ সড়ক



চিত্র-৪: নির্মিত কালভার্টটির অন্য প্রান্তের এ্যাপ্রোচ সড়ক

১১.২.২ **(ক) পরিদর্শিত সড়কের বিবরণ:** কৃপাপুর সুরেশ কুমার এর বাড়ী হতে দজর পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে বামে কবাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়কে মাটিকাটা, ব্রিজ/কালভার্ট, প্রতিরোধক কাজসহ ৯ কিলোমিটার সড়ক এইচবিবিকরণ।

(খ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া: নির্মাণ কাজটির খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে হতে প্রায় ৩৯.০০ কিঃমিঃ দূরে দিঘীনালা উপজেলার পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। অবকাঠামোসমূহের ডিজাইন এলজিইডি'র Road Design Standard অনুসরণে হালনাগাদ রেট সিডিউল অনুযায়ী ৮ কিলোমিটার সড়কের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৭২৯.১৬ লক্ষ টাকা। দরপত্র সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনান্তে দেখা যায়- দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬, দৈনিক সবুজদেশ পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬, দি ক্যাপিটেল নিউজ পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬, দৈনিক অরণ্যবার্তা পত্রিকায় ১১/০৯/২০১৬ এবং দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬ ইং তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিক্রিত সিডিউলের সংখ্যা ৩টি। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৩টি। রেসপনসিভ দরপত্রসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন টেন্ডারার মেসার্স সেলিম এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক দাখিলকৃত উদ্ধৃত দর "১.৩৬৫% (প্রায়) উর্ধদর", টাকা ৭,৩৯,১১,৮৭৮/৯৩ (সাত কোটি উনচল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার আটশত আটাত্তর টাকা তেরানব্বই পয়সা) মাত্র দরপত্রটি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে সড়কটির দৈর্ঘ্য ১ কিলোমিটারসহ আনুষঙ্গিক কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির ১ম সংশোধনীর সময় তা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৯ কিলোমিটার ও মোট চুক্তিমূল্য ৮৪৭.৭৬ লক্ষ টাকা। অতিরিক্ত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৮/০৬/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২০/০৬/২০১৯। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়- ক্রয় বিধিমালা অনুসরণে ক্রয়চুক্তি ও বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়কটির নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৮৪৩.২৫ লক্ষ টাকা।

(গ) বাস্তব কাজ অবলোকন: সড়কটি এইচবিবি সড়ক হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটির শুরুর স্থান হতে প্রায় দুই কিলোমিটার পরে ১ কিলোমিটার এবং ৬ কিলোমিটার পরে ১.৫ কিলোমিটার লিংক সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। মূলত: স্কুল, বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বসবাসরত জনসাধারণের গুরুত্ব বিবেচনায় এ লিংক সড়ক ২টি নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। নির্মিত লিংক সড়ক ২টিতে আগাছার প্রাদুর্ভাব দেখা না গেলেও মূল সড়কটির অনেক স্থানে দু'পাশের আগাছা সড়কের উপর ঝুলে রয়েছে এবং বেশ কয়েটি স্থানে সড়কের মধ্যস্থান বরাবর মাটির স্তূপ ও আগাছা দেখা গেছে যা অপসারণ করা জরুরি প্রয়োজন। **সড়কের স্থির ছবি নিম্নরূপ:**




সড়ক উপর ঝুলে থাকা এবং জন্মানো আগাছা

১১.২.৩ **অন্যান্য পর্যবেক্ষণ:**

(ক) নির্মিত সড়কের আইডি নম্বর না থাকা: দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সড়ক ও ব্রিজের আইডি

নম্বর না থাকায় প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকল্প/থোক হতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

(খ) নির্মাণ কাজের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড না থাকা: পরিদর্শিত সড়কের পাশে নির্মাণ কাজের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়নি। ফলে নির্মাণ কাজের সার্বিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ খুবই দুরুহ হয়ে পড়ে।

১২। **বছরভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আরডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ
২০১৬-২০১৭	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০
২০১৭-২০১৮	১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০	০.০০
২০১৮-২০১৯	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	৩১০.০০	৩৫.০০
মোট:	**২৮৪৩.০০**	**২৮৪৩.০০**	**২৮৪৩.০০**	**২৮০৮.০০**	**৩৫.০০**

তথ্য সূত্র: পিসিআর

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ০২ জন নির্বাহী প্রকৌশলী অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলো:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব মো: শাহাব উদ্দিন চৌধুরী	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি। পদবি- নির্বাহী প্রকৌশলী।	০৩/০৮/২০১৬ হতে ২৪/০১/২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
জনাব মো: মুজিবুল আলম	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি। পদবি- নির্বাহী প্রকৌশলী।	২৫/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	প্রত্যন্ত এলাকার ১৬ টি গ্রামের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন;	(ক)	প্রকল্পের আওতায় ৩টি সড়ক নির্মিত হওয়ায় প্রকল্প এলাকার গ্রামসমূহের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছে। তবে, হাচিনসনপুর হতে তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সুজন চাকমার দোকান ও ধন্যমাছড়া হয়ে ক্ষেত্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়কটির উপর নির্মিত কালভার্টটির দু'পার্শ্বের এ্যাপ্রোচ সড়কসহ পর্যাপ্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করে পূর্ণাঙ্গ সড়কটি ব্যবহারে উপযোগী করলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হতো;
(খ)	সামাজিক সেবা সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে সহজে যোগাযোগ স্থাপন (স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার ইত্যাদি);	(খ)	সড়কসমূহ নির্মিত হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সামাজিক সেবা সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে;
(গ)	প্রত্যন্ত এলাকার গরীব জনগণের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;	(গ)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
(ঘ)	স্থানীয় কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে	(ঘ)	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ায় স্থানীয় কৃষি ও অন্যান্য

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
	সহায়তা করা; এবং		পণ্য পরিবহণ ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে; এবং
(ঙ)	পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি করা।	(ঙ)	প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত সড়কসমূহ বাস্তবায়নের ফলে পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৫। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ:** অনুমোদিত অংগসমূহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। তবে, হাচিনসনপুর হতে তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সুজন চাকমার দোকান ও ধন্যমাছড়া হয়ে ক্ষেত্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়কটির উপর নির্মিত কালভার্টটির দু'পার্শ্বের এ্যাপ্রোচ সড়কসহ পর্যাপ্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করে পূর্ণাঙ্গ সড়কটি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৬। **সুপারিশ:**

১৬.১ (ক) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হাচিনসনপুর হতে তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সুজন চাকমার দোকান ও ধন্যমাছড়া হয়ে ক্ষেত্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ কিলোমিটার সড়কটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার উপযোগী করতে সড়কটির উপর নির্মিত কালভার্টটির দু'পার্শ্বের এ্যাপ্রোচ সড়কসহ পর্যাপ্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করে সড়কটি ব্যবহার ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মানসম্মত সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যাতে বর্ণিত উদ্ভূত সমস্যার পুনরাবৃত্তি না ঘটে;

১৬.২ পরিদর্শিত সড়ক ২টির স্থায়িত্ব রক্ষার্থে জরুরিভিত্তিতে দু'পাশের ঝুলে থাকা আগাছাসহ সড়কের উপরে জন্মানো আগাছা পরিষ্কার করা এবং সড়কের মধ্যস্থান বরাবর যে মাটির স্তূপ রয়েছে তা অপসারণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.৩ প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রতিটি সড়কের আইডি নম্বর নিশ্চিতকরণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে সড়কের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ক্রয়কৃত প্যাকেজের অগ্রগতি ও পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য সড়কের চেইনেজ উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সড়কের আইডি নম্বর প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৬.৪ প্রকল্পভুক্ত সড়কের পাশে নির্মাণ কাজের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৬.৫ প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ২ বছর থাকলেও বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে ৩ বছরে। অন্যদিকে, অনুমোদিত মূল প্রকল্প ব্যয় ২৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও তা সংশোধনীর মাধ্যমে ২৮৪৩.০০ লক্ষ টাকায় পুন:নির্ধারণ হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে মূল বাস্তবায়নকালে ৫০% সময় অতিক্রান্তের পাশাপাশি মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১২.৪১% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে। সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির ন্যায় চলমান অন্য কোন প্রকল্পে যেনো এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা/উদ্যোগী মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

১। **প্রকল্পের নাম:** পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩। **প্রকল্পের অর্থায়ন:** জিওবি

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৯৮.০০	২২৭৩.০০	২২৭২.৩৬	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	২৭৪.৩৬ (১৩.৭৩%)	১ বছর (৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব খাত						
১	ডাক	থোক	থোক	০.১০	১০০%	০.১০
২	টেলিফোন/মোবাইল/ইন্টারনেট	থোক	থোক	০.১০	১০০%	০.১০
৩	ছাপা ও প্রকাশনা	থোক	থোক	০.৫০	১০০%	০.৫০
৪	স্টেশনারী	থোক	থোক	১১.৬০	১০০%	১০.৯৬
৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	০.৫০	১০০%	০.৫০
৬	আপ্যায়ন	থোক	থোক	১.৫০	১০০%	১.৫০
৭	সম্মানী	থোক	থোক	২.৫০	১০০%	২.৫০
৮	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৮.২০	১০০%	৮.২০
	উপ-মোট রাজস্বঃ			**২৫.০০**		**২৪.৩৬**
(খ) মুলধন ব্যয়						
৯	**নির্মাণ ও পূর্তঃ**					
	(১) মাটির কাজ	ঘঃমিঃ	৬৫০০০.৩০	১৩০.১২	১০০%	১৩০.১২ (১০০%)
	(২) পূর্ত কাজ (প্রোটেকশন ওয়ার্ক)	ব:মি:	৬১৩২৬.৯৬	১৭৪.৮৪	১০০%	১৭৪.৮৪ (১০০%)
	(৩) পূর্ত কাজ (মাস্টার ড্রেন)	ঘঃমিঃ	১৮৬৭৪.৭০	১৯৪৩.০৪	১০০%	১৯৪৩.০৪ (১০০%)
	উপ-মোট মুলধনঃ			**২২৪৮.০০**		**২২৪৮.০০**
(গ) প্রাইস কনটিনজেন্সি		-	-	-	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(ঘ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		-	-	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			**১০০%**	**২২৭৩.০০**	**১০০%**	**২২৭২.৩৬ (৯৯.৯৭%)**

তথ্য সূত্র: পিসিআর

৬। **প্রকল্প এলাকা:** খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলা।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** পিসিআর এর তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, অনুমোদিত অংগসমূহের বিপরীতে বাস্তব কাজ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৮.১ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:** খাগড়াছড়ি পৌরসভার দক্ষিণ-পূর্বাংশ জুড়ে রয়েছে নীচু জলাভূমি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে শহরটির একাংশ এই নীচু জলাভূমিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে প্রায় ১,৪০০ পরিবার বসবাস করে। এছাড়াও এখানে রয়েছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা। পূর্বে বর্ষা মৌসুমে খাগড়গাছড়ি শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা মূলতঃ রাঙ্গাপানিছড়া ক্যানেল-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু একমাত্র রাঙ্গাপানিছড়া ক্যানেল বর্ষার পানি নিষ্কাশনের জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় খাগড়াছড়ি শিশুসদন, মধুপুর, নয়নপুর, পানখাইয়াপাড়া, আনন্দনগর, কল্যাণপুর এবং খাগড়াছড়ি বাজারের দক্ষিণাংশ হয়ে বটতলী এলাকায় চেংগীনদী পর্যন্ত একটি সাব ক্যানেল তৈরি করা হয়। ক্যানেলটির অধিকাংশ ভরাট হয়ে গেছে এবং অনেক অংশ ভেঙ্গে গেছে। ক্যানেলটি ভরাট হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে আশেপাশের এলাকা প্লাবিত হয়। এটি আরসিসি কাঠামোতে নির্মাণ করা হলে খাগড়াছড়ি শহরের একটি বড় অংশে পানি সহজে নিষ্কাশিত হবে এবং আশেপাশের এলাকা বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে ক্যানেল থেকে পাশের জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। এসব বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **উদ্দেশ্য:**

- উপজেলার ১,৪০০ পরিবার, সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা এবং ফসল বন্যার কবল হতে রক্ষা করা;
- ৫৭০ একর চাষযোগ্য জমিতে সেচ সুবিদা প্রদান; এবং
- পৌর এলাকা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা।

৮.৩ **প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:** (ক) মাটির কাজ এবং (খ) পূর্ত কাজ

৮.৪ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:** প্রকল্পটি ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবতার নিরিখে নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংশোধিত প্রস্তাব 'ডিপিইসি' সভার সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৭৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯। **প্রকল্পটির ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য্য) এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** প্রকল্পটির আওতায় ৩টি প্যাকেজে 'কার্য' ক্রয় বাবদ ১৮৪৮.৫০ লক্ষ টাকার মোট সংস্থান রাখা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;

(খ) পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১। **প্রকল্পটির সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/ কার্য/সেবা) বাস্তবায়ন:** প্রকল্পটির সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনায় 'কার্য (Works)' ক্রয়ের জন্য তিনটি প্যাকেজ রয়েছে। এ প্যাকেজসমূহকে একীভূত করে একটি প্যাকেজে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১২। **<u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u>** আইএমইডি'র প্রতিনিধি কর্তৃক গত ১০/০৮/২০২০ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। প্রকল্পটির ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১২.১ **অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা:** নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ। মাস্টার ড্রেনটির দৈর্ঘ্য ২৮৩৫ মিটার এবং আর্থিক সংস্থান ১৯৭৫.৪৫ লক্ষ টাকা।

১২.২ **নির্মাণ কাজের সংগ্রহ/ক্রয় প্রক্রিয়া:** প্রকল্পটির সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনায় ৩টি প্যাকেজ 'কার্য (Works)' ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়। এ ৩টি প্যাকেজ একীভূত করে একটি প্যাকেজে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রটি 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬, 'দৈনিক সবুজদেশ' পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬, 'দি ক্যাপিটেল নিউজ' পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬, 'দৈনিক অরণ্যবার্তা' পত্রিকায় ১১/০৯/২০১৬ এবং 'দি ডেইলি ষ্টার' পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ৩টি। তিনটি দরপত্রই রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সেলিম এন্ড ব্রাদার্স-এর দাখিলকৃত উদ্ধৃত দর ৪.৯৬% উদ্ধৃতদরে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতার ১৯৭৫.৪৫ লক্ষ টাকার দরপ্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। প্যাকেজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ১৮/১২/২০১৬ তারিখে। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১৮। বাস্তবতার নিরিখে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির ১ম সংশোধনীর সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংশোধন অনুযায়ী ড্রেনটির নির্মাণ ব্যয় দাঁড়ায় ২২৬৫.০০ লক্ষ টাকা এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ১০/০৫/২০১৯। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়- ক্রয় বিধিমালা অনুসরণে ক্রয়চুক্তি ও বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২.৩ **বাস্তব কাজ অবলোকন:** পরিদর্শনে দেখা যায় যে, মাস্টার ড্রেনটি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ১০ ফুট প্রশস্ততায় নির্মাণ করা হয়েছে। সড়ক থেকে বসতবাড়িতে যাতায়াতের জন্য মাস্টার ড্রেইনের উপর কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এবং বসতবাড়ির ব্যবহারকৃত পানি মাস্টার ড্রেইনে পাইপের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্মিত ড্রেনের কয়েকটি স্থানে প্রচুর ময়লা-আবর্জনা এবং ড্রেনের পাশ দিয়ে নির্মিত সড়কের মাটির সোল্ডার থাকায় বৃষ্টির সময় উক্ত মাটি ড্রেনে এসে পড়ছে। ড্রেনটির নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ২২৬৪.৪৯ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে প্রকল্পটির Exit Plan অনুযায়ী পৌরসভার নিকট ২৩/০৫/২০১৯ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নির্মিত মাস্টার ড্রেনটির কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।



চিত্র-১: ড্রেনের মধ্যে থাকা ময়লা-আবর্জনা এবং সড়কে ব্যবহৃত সোল্ডারের মাটি ড্রেনে এসে পড়ার দৃশ্য



চিত্র-২: ড্রেনের মধ্যে থাকা ময়লা-আবর্জনা



চিত্র-৩: বসতবাড়ির ব্যবহৃত পানি মাস্টার ড্রেইনে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা



চিত্র-৪: মাস্টার ড্রেইন ও চেংগীনদীর প্রস্তাবিত সংযোগস্থল

১৩। **বছরভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আরডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ
২০১৬-২০১৭	১০১৩.০০	১০১৩.০০	১০১৩.০০	১০১৩.০০	০.০০
২০১৭-২০১৮	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০	০.০০
২০১৮-২০১৯	২৭৫.০০	২৭৫.০০	২৭৫.০০	২৭৪.৩৬	০.৬৪
মোট:	**২২৭৩.০০**	**২২৭৩.০০**	**২২৭৩.০০**	**২২৭২.৩৬**	**০.৬৪**

তথ্য সূত্র: পিসিআর

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ০২ জন নির্বাহী প্রকৌশলী

অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলো:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব মো: শাহাব উদ্দিন চৌধুরী	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি। পদবি- নির্বাহী প্রকৌশলী।	০৩/০৮/২০১৬ হতে ২৪/০১/২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
জনাব মো: মুজিবুল আলম	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি। পদবি- নির্বাহী প্রকৌশলী।	২৫/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	উপজেলার ১,৪০০ পরিবার, সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা এবং ফসল বন্যার কবল হতে রক্ষা করা;	(ক)	মাস্টার ড্রেনটি নির্মিত হওয়ায় পৌরসভায় বসবাসরত পরিবার, সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা এবং ফসল বন্যার কবল হতে রক্ষা পেয়েছে;
(খ)	৫৭০ একর চাষযোগ্য জমিতে সেচ সুবিদা প্রদান; এবং	(খ)	ড্রেনটি নির্মিত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী চাষযোগ্য জমিতে সেচ সুবিদা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে; এবং
(গ)	পৌর এলাকা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা।	(গ)	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ায় পৌর এলাকা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা সম্ভব হচ্ছে।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ:** অনুমোদিত অংগসমূহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৭। **সুপারিশ:**

১৭.১ পরিদর্শনের সময় নির্মিত ড্রেনের কয়েকটি স্থানে ময়লা-আবর্জনা দেখা গেছে। উক্ত ময়লা-আবর্জনা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.২ মাস্টার ড্রেনের পাশ দিয়ে নির্মিত সড়কে মাটির সোল্ডার থাকায় বৃষ্টির সময় উক্ত মাটি রেইন কাট হয়ে যাতে ড্রেনে এসে না পড়ে সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

১৭.৩ প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ২ বছর থাকলেও বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে ৩ বছরে। অন্যদিকে, অনুমোদিত মূল প্রকল্প ব্যয় ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও তা সংশোধনের মাধ্যমে ২২৭৩.০০ লক্ষ টাকায় পুন:নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে মূল বাস্তবায়নকাল ৫০% সময় অতিক্রান্তির পাশাপাশি মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৩.৭৩% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে। সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির ন্যায় চলমান অন্য কোন প্রকল্পে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়টি বিবেচনার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা/উদ্যোগী মন্ত্রণালকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বান্দরবান জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

১.০	প্রকল্পের নাম	:	বান্দরবান জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
২.০ (ক)	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.০ (খ)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান বিভাগ, বান্দরবান
৩.০	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি

৪.০ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল বাস্তবায়ন
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৫২৮.৩৪	১৭৫১.১৭	১৭৪৬.১৭	এপ্রিল-২০১৬ খ্রিঃ-জুন ২০১৮ খ্রিঃ	এপ্রিল-২০১৬ খ্রিঃ-জুন ২০১৯ খ্রিঃ	এপ্রিল-২০১৬ খ্রিঃ-জুন ২০১৯ খ্রিঃ	২১৭.৮৩ (১৪.২৫%)	০৬ মাস (১৮.১৮%)

৫.০ প্রকল্প এলাকা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	১। বান্দরবান সদর -৭টি বাজার ২। রোয়াংছড়ি -১টি বাজার ৩। লামা -১০টি বাজার ৪। নাইক্ষ্যংছড়ি-৩টি বাজার

৬.০ সাধারন পর্যবেক্ষণ:

৬.১ প্রকল্পের পটভূমি:

ভৌগলিক দিক থেকে বান্দরবান একটি ভিন্নতর জেলা। বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনসাধারনের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বান্দরবান জেলার ২১টি বাজারে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা ছিল এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। বছরের প্রায় সময়ই এ জেলায় দেশী-বিদেশী পর্যটকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই জেলায় মাইগ্রেশনের হার বেশী হওয়ায় এই পার্বত্য জেলায় জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বান্দরবান জেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল এবং এই জেলার নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ছিল ৪৮.৬৩%। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পানি সরবরাহ কভারেজ ৫৪.০০% এ উন্নীত হয়েছে| তাছাড়া টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বান্দরবান জেলার ৪টি উপজেলা তথা বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি,লামা, ও নাইক্ষ্যংছড়িতে ২১টি বাজারে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা হয়েছে।

৬.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য উন্নয়ন।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবা বৃদ্ধি।

➢ নিরাপদ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ।

৬.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ

(ক) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি,

(খ) পাম্প হাউজ নির্মান,

(গ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ,

(ঘ) পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩৮মিঃমিঃ),

(ঙ) উৎপাদক নলকূপ (১৫০মিঃমিঃ * ১৫০মিঃমিঃ) ও আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৫০০০ লিটার পিভিসি ওয়াটার ট্যাংক ক্রয় ও স্থাপন,

(চ) সাবমার্সিবল পাম্প (৩ এইচপি) কলাম পাইপ ও বিদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড সহ সরবরাহ ও স্থাপন,

(ছ) পাইপলাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের),

(জ) গৃহ সংযোগ,

(ঝ) ডিএসপি নলকূপ স্থাপন,

(ঞ) বিদ্যুৎ লাইন কানেকশন (সিঙ্গেল ফেইজ) ।

৭.০ প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধন

	ডিপিপি/আরডিপিপি
(ক) মূল	১৫/০৫/২০১৬
(খ) সর্বশেষ সংশোধিত	২৭/১২/২০১৮

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রকল্পটি মূল্যায়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) অনুমোদিত প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;

(খ) সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(গ) সম্পাদিত কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন, সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উপকারভোগিদের সাথে আলোচনা।

৯.০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

নতুন কোড নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক) রাজস্ব							
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৮.৭৪	থোক	২৩.৭৪	থোক	-
	উপ-মোট (মূলধন)	থোক	২৮.৭৪	থোক	২৩.৭৪	থোক	-
মূলধন ব্যয়:							
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	২১ set	৫.২৫	২১ set	৫.২৫	২১ set	-
	পাম্প হাউজ নির্মান	২১ টি	৯১.০৫	২১ টি	৯১.০৫	২১ টি	-
	পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ	২১ টি	১৬০.৬৫	২১ টি	১৬০.৬৫	২১ টি	-

	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ						
	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩৮মিঃমিঃ)	২১ টি	১৮.৯০	২১ টি	১৮.৯০	২১ টি	-
	উৎপাদক নলকূপ (১৫০মিঃমিঃ * ১৫০মিঃমিঃ) ও আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৫০০০ লিটার পিভিসি ওয়াটার ট্যাংক ক্রয় ও স্থাপন	২১ টি	১৮৬.৯০	২১ টি	১৮৬.৯০	২১ টি	-
	সাবমার্সিবল পাম্প (৩ এইচপি) কলাম পাইপ ও বিদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড সহ সরবরাহ ও স্থাপন	২১ টি	৯০.৩০	২১ টি	৯০.৩০	২১ টি	-
	পাইপলাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৫৮ কিমি	৩৬৫.৪০	৫৮ কিমি	৩৬৫.৪০	৫৮ কিমি	-
	গৃহ সংযোগ	১০৮৬টি	৩২.৫৮	১০৮৬টি	৩২.৫৮	১০৮৬টি	-
	ডিএসপি নলকূপ স্থাপন	৫৭৭টি	৭৫০.১০	৫৭৭টি	৭৫০.১০	৫৭৭টি	-
	বিদ্যুৎ লাইন কানেকশন (সিঙ্গেল ফেইজ)	২১ টি	২১.০০	২১ টি	২১.০০	২১ টি	-
	মোট মূলধন ব্যয়:		১৭২২.৪৩		১৬৯২.৭৫		-
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন) ব্যয়:		১৭৫১.১৭		১৭৪৬.১৭		-
	ভৌত কনটিনজেন্সি:		--				-
	প্রাইস কনটিনজেন্সি:		-				-
	সর্বমোট		১৭৫১.১৭		১৭৪৬.১৭		-

তথ্য সূত্র: প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর)

১০.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:

প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্য মতে অনুমোদিত অংগসমুহের বিপরীতে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১১.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিডিপির বরাদ্দ			সংশোধিত এডিপির বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		
	মোট	জিওবি	সংস্থা	মোট	জিওবি	সংস্থা		মোট	জিওবি	সংস্থা
২০১৫-১৬	৯৭.১০	৯৭.১০	--	৯৭.১০	৯৭.১০	--	৯৭.১০	৯৭.১০	৯৭.১০	--
২০১৬-১৭	৬৭২.	৬৭২.৮	--	৬৭২.৮	৬৭২.৮	--	৬৭২.৮	৬৭২.৮	৬৭২.৮	--
২০১৭-১৮	৫৩৮. ৭৫	৫৩৮.৭ ৫	--	৫৩৮.৭৫	৫৩৮.৭৫	--	৫৩৮.৭৫	৫৩৮.৭৫	৫৩৮.৭৫	--
২০১৮-১৯	৪৩৭.	৪৩৭.৪	--	৪৩৭.৪৯	৪৩৭.৪৯	--	৪৩৭.৪৯	৪৩৭.৪৯	৪৩৭.৪৯	--
							মোট:	১৭৪৬.১	১৭৪৬.১	

সূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

১২.০ অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন আপত্তি নেই মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান জানান তবে অডিট আপত্তি নেই মর্তে অডিট বিভাগের কোন লিখিত প্রতিবেদন দেখাতে পারেননি।

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

বেতন স্কেল অনুসারে নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	খন্ডকালীণ	একাধিক প্রকল্পের জন্য দায়িত্ব	তারিখ		
				যোগদান	হস্তান্তর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোহাম্মদ সহিদুল আলম পরিচালক ও মুখ্য নির্বহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব, বর্তমানে যুগ্ম সচিব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।	অতিরিক্ত দায়িত্ব	-	-	১৫/০৫/২০১৬	০৪/১২/২০১৮	
মোহাম্মদ নূরুল আবছার পরিচালক ও মুখ্য নির্বহী কর্মকর্তা , বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।	অতিরিক্ত দায়িত্ব	-	-	০৪/১২/২০১৮	৩০/০১/২০১৯	
এটি এম কাউছার হোসেন পরিচালক ও মুখ্য নির্বহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।	অতিরিক্ত দায়িত্ব	-	-	১৩/০২/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	

১৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব:

(ক) প্রত্যক্ষ প্রভাব: বান্দরবানের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন হয়েছে। নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

(খ) পরোক্ষ প্রভাব: প্রকল্প এলাকার জনগণ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যনিটেশনের আওতায় এসছে।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

ডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	বাস্তব অর্জন
➢ ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য উন্নয়ন । ➢	২১টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ২১টি বাজারে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে ৫৭৭টি গভীর ডিএসপি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, ২১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
➢ নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবা বৃদ্ধি ।	৫৮কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন এবং ১০৮৬টি গৃহ সংযোগের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে।
➢ নিরাপদ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনসাধারণ পূর্বের চেয়ে সহজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারছে। ফলে তাদের শারিরীক পরিশ্রম কমেছে এবং নানবিধ পানি বাহিত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয় হয়েছে।

১৬.০: প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: অনুমোদিত অংগগুলো নির্ধারিত লক্ষমাত্রার বিপরীতে শতভাগ বাস্তবায়ন হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৭.০ ক্রয় পদ্ধতি: দরপত্র সংক্রান্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২ টি দৈনিক জাতীয় পত্রিকা (বাংলা ও ইংরেজী) এবং ১ টি স্থানীয় (বাংলা ও ইংরেজী) পত্রিকা মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। মোট ৩৯ টি প্যাকেজের OTM পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৮.০ প্রকল্পের পরিদর্শন বর্ণনা:

১৮.১ অংগভিত্তি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবরণ:

অংগের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জিত পরিমান
(ক) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	সেট	২১	প্রকল্পের মোট ২১ টি বাজারে মধ্যে ২১ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। ২১ টি নলকূপের জন্য ২১ সেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। এতে তত্ত্বাবধায়ক নিজেই নলকূপের ক্ষুদ্র মেরামত নিজেই করতে পারেন।
(খ) পাম্প হাউজ নির্মান	সংখ্যা	২১	মোট ২১ টি বাজারে জন্য ২১ টি পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। পাম্প সংরক্ষণ ইলেকট্রিক লাইন স্থাপন ও সংরক্ষণ পাম্প অপারেটিং এ জন্য ব্যবহার করা হয়।
(গ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	২১	২১ টি বাজারে স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পানি সরবরাহ সহ পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হয়। যাতে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী স্যানিটেশন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।
(ঘ) পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩৮মিঃমিঃ)	সংখ্যা	২১	ভূ-গর্ভস্থ পানি গুণগতমান জানার জন্য প্রকল্প ভুক্ত ২১ টি বাজারের ২১টি পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩৮ মিঃমিঃ) স্থাপন করা হয়েছে।
(ঙ) উৎপাদক নলকূপ (১৫০মিঃমিঃ * ১৫০মিঃমিঃ) ও আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৫০০০ লিটার পিভিসি ওয়াটার ট্যাংক ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	২১	জনগণকে পানি বাহিত রোগ বালাই থেকে রক্ষার লক্ষ্যে জেলার ৪ টি উপজেলার ২১ টি বাজারের উৎপাদক নলকূপের ও আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচারের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে বাজারে আগত জনগণের পানির চাহিদা পূরন হচ্ছে।
(চ) সাবমার্সিবল পাম্প (৩ এইচপি) কলাম পাইপ ও বিদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড সহ সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	২১	উৎপাদক নলকূপ থেকে পানি উত্তোলনের লক্ষ্যে সাবমার্সিবল পাম্প ব্যবহার করা হয়। ২১ টি বাজারের ২১ টি উৎপাদক নলকূপের সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে বাজারের আগত জনগণের মাঝে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
(জ) পাইপলাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	কিমি	৫৮	উৎপাদক নলকূপ থেকে বাজারের আগত জনগণের মাঝে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।
(ঝ) গৃহ সংযোগ	সংখ্যা	১০৮৬	টেপ-পয়েন্টের মাধ্যমে বাজার এবং আশেপাশে জনগণ সুবিধা ভোগ করছে গৃহ সংযোগ গ্রহণের মাধ্যমে।
(ঞ) ডিএসপি নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৫৭৭	সাধারণ জনগণের সুপেয় পানীয় জলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৫৭৭ টি ডিএসপি নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে। পানিবাহিত রোগ হতে রক্ষা পেয়েছে। সময়ের সাশ্রয় হয়েছে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে।
(ট) বিদ্যুৎ লাইন কানেকশন (সিঙ্গেল ফেইজ)	সংখ্যা	২১	উৎপাদক নলকূপ থেকে সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করার জন্য বিদ্যুৎ লাইন কানেকশন দেয়া হয়েছে।

১৮.২ পরিদর্শণ পর্যবেক্ষণ : বান্দরবান সদর উপজেলার মাঝের পাড়া, বালাঘাটা, কালাঘাটা বাজারের এবং লামা উপজেলায় উৎপাদক নলকূপ, সাবর্মাসিবল মটর সহ পাইপ লাইনের কাজ পরির্দশন করা হয়। বান্দরবান সদর উপজেলা মোট ৭ টি বাজারের ৭ টি উৎপাদক নলকূপের সেট (উৎপাদক নলকূপ, সাবমারসিবল পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ ও পাইপ লাইন স্থাপন) স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭ টি বাজারের ৭ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি বাজারের পাশআশ এলাকার জনগণের মাঝে ২৮ টি করে মোট ১৯৬ টি ডিএসপি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বালাঘাটা বাজার পরিদর্শন কালে দেখা যায়; পাম্প হাউজ, স্ট্যান্ড পোস্ট ও পাবলিক টয়লেট , যা ব্যবহৃত হচ্ছে উৎপাদক নলকূপের ভিতরের সাবমারসিবল পাম্প ইলেকট্রিক লাইন ও পাইপ লাইন সংযুক্ত রয়েছে। রাস্তা পুনঃ নির্মাণ সহ পাইপ লাইন স্থাপন করে গৃহ সংযোগের মাধ্যমে উপকারভোগীদের পানি ব্যবহার করতে দেখা যায়। বালাঘাটা বাজারের মহিলা কলেজের তত্ত্বাবধায়ক রানু দাশ বলেন; পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও স্যানিটশেন ব্যবস্থার মাধ্যমে কলেজের আবাসিক ছাত্রীদের উপকার হয়েছে । নলকূপ স্থাপনের পূর্বে কলেজের ছাত্রীসহ আশেপাশে লোকজনের পানির জন্য অনেক দূর্ভোগ পোহাতে হতো।

সদর উপজেলার কালাঘাটা বাজারের শিশু পরিবারের উৎপাদক নলকূপসহ সাবমারসিবল পাম্প, ইলেকট্রিক লাইন ও পাইপ লাইন সংযুক্ত রয়েছে মর্মে পরিদর্শনে দেখা যায়। প্রকল্প হতে স্থাপিত উৎপাদক নলকূপ চালু আছে এবং উপকার ভোগী গণ নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা পাচ্ছে। প্রকল্প হতে আশেপাশে এলাকায় ডিএসপি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী প্রিয়াংকা নাগ জানান, নলকূপ স্থাপনের পূর্বে অনেক দূর থেকে পাহাড়ের নিচের লেক থেকে পানি সংগ্রহ করতেন তিনি। বর্তমানে প্রকল্প হতে টিউবওয়েল স্থাপনের ফলে খুব সহজেই নিরাপদ পানি পাচ্ছেন তিনি।

মাঝের পাড়া বাজার পরিদর্শন কালে দেখা যায়; পাম্প হাউজ, স্ট্যান্ড পোস্ট ও পাবলিক টয়লেট ব্যবহৃত হচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে দেখা যায়। উৎপাদক নলকূপের ভিতরের সাবমারসিবল পাম্প ইলেকট্রিক লাইন ও পাইপ লাইন সংযুক্ত রয়েছে। । রাস্তা পুনঃ নির্মাণ সহ পাইপ লাইন স্থাপন করে গৃহ সংযোগের মাধ্যমে উপকারভোগীদের পানি ব্যবহার করতে দেখা যায়। মাঝের বাজারের মসজিদের মুয়াজ্জেম বলেন; পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করায় বাজারে আগত লোকজনসহ মসজিদের মুসল্লিগণের অনেক উপকার হচ্ছে।

বোয়াংছড়ি পরিদর্শন কালে দেখা যায়,ডিএসপি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী হাজেরা খাতুন জানান, নলকূপ স্থাপনের পূর্বে অনেক দূর থেকে পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে পানি সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে প্রকল্প হতে টিউবওয়েল স্থাপনের ফলে তারা খুব সহজেই নিরাপদ পানি পাচ্ছেন।

চিউবতলী বাজার : বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের চিউবতলী বাজারের পরিদর্শন কালে দেখা যায়, সাবমারসিবল পাম্পসহ উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত উৎপাদক নলকূপ হতে উপকারভোগীগণ নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা পাচ্ছে। প্রকল্প হতে আশেপাশে এলাকায় ডিএসপি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী মেহেরাজ জানান, নলকূপ স্থাপনের পূর্বে অনেক দূর থেকে লেকের পানি সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে প্রকল্প হতে ডিএসপি নলকূপ স্থাপনের ফলে তারা খুব সহজেই নিরাপদ পানি পাচ্ছেন। এতে তার অনেক কষ্ট কমেছে এবং আগের মতো রোগও হচ্ছে না।

১৮.৩ **প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:**









১৯.০ সুপারিশ :

১৯.১ মূল প্রকল্পটি ১৫১৮.৩৪ লক্ষ টাকা প্রকাশিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ মেযাদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও এক বার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে সম্পন্ন হয় এবং প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় দাড়ায় ১৭৫১.১৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৪৬.১৭ লক্ষ টাকা। যাতে মোট প্রাক্কলনের সাথে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে ২১৭.৮৩ লক্ষ টাকা (১৪.২৫%) এবং মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে ০৬ মাস (১৮.১৮%)। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প গ্রহণের সময় ও ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের শুরু থেকে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

১৯.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট ড্রয়িং-ডিজাইন করে তা ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং উক্ত ড্রয়িং-ডিজাইন অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;

১৯.৩ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভৌত কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে;

১৯.৪ উপকারভোগী নির্বাচনের আগে উক্ত উপকারভোগীর নির্ধারিত স্থানে কাজ বাস্তবায়নযোগ্য কিনা তা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই সঠিকভাবে যাচাই-বাচাই করতে হবে এবং প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৫ প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হলেও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পরবর্তীতে সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে দাখিলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন; এবং

১৯.৬ উল্লিখিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প -১ম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

১। প্রকল্পের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প -১ম সংশোধিত

২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩। প্রকল্পের অর্থায়ন: সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪০০০.০০	৭৬০৬.৩১	৭৫৮৫.২৭	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	৩৫৮৫.২৭ (৮৯.৮৩%)	৫০%

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন কাল:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৪৪.১০	০৪	৪৪.০১	০৪
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৮৯.৩৬	১৪	৮৯.৩১	১৪
৩	ভাতা	জন	৫৫.৮৯	১৮	৪৭.২৬	১৮
৪	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	থোক
৫	মেরামত	থোক	২৮.০০	থোক	২৭.৯৯	থোক
৬	গ্রাচ্যুইটি	থোক	২১.৪৫	১৮	১৩.৯৬	১৮
(খ) মূলধন						
৭	সোলার হোম সিস্টেম (৬৫ ওয়াট পিক)	সেট	২১২০.৪০	৫৮৯০	২১২০.৪০	৫৮৯০
৮	সোলার হোম সিস্টেম (১০০ ওয়াট পিক)	সেট	২২৫০.০০	৫০০০	২২৫০.০০	৫০০০
৯	মোবাইল চার্জার (২০ ওয়াট পিক)	সেট	২৬৫.০৫	৫৮৯০	২৬৫.০৫	৫৮৯০
১০	সোলার কমিউনিটি িসস্টেম (১২০ ওয়াট পিক)	সেট	২৬৬.০০	৪৭৫	২৬৬.০০	৪৭৫
১১	সোলার কমিউনিটি সেস্টেম (২৫০ ওয়াট পিক)	সেট	২৫.২০	২৪	২৫.২০	২৪
১২	সোলার কমিউনিটি সিস্টেম (৩২০ ওয়াট পিক)	সেট	২২৬৮.৭০	২৩১৫	২২৬৮.৭০	২৩১৫

১৩	পিক-আপ	সংখ্যা	৫০.০০	১	৫০.০০	১
১৪	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১০.৬০	৪	১০.৬০	৪
১৫	কম্পিউটার	সেট	২.৪০	৪	২.৪০	৪
১৬	প্রিন্টার	সেট	০.৪৮	৪	০.৪৮	৪
১৭	প্রশিক্ষণ	জন	৬৮.৭০	১৩৭০৯	৬৩.৯৩	৯১২৬
১৮	কন্টিনজেন্সী	থোক	১৯.৯৮	থোক	১৯.৯৮	থোক
মোট (ক+খ)=			৭৬০৬.৩১	১০০%	৭৫৮৫.২৭	

তথ্য সূত্র: পিসিআর অনুযায়ী

৬। প্রকল্প এলাকা:
রাঙামাটি জেলা: রাঙামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, রাজস্থলী, বরকল, বিলাইছড়ি, লংগদু, বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচর ও জুরাছড়ি উপজেলা।

বান্দরবান জেলা: বান্দরবান সদর, রুমা, লামা, আলী কদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, বোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলা।
খাগড়াছড়ি জেলা: খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, মহালছড়ি লক্ষীছড়ি, ধীঘিনালা, মাটিরাঙা, মানিকছড়ি, পুইমারা ও রামগঞ্জ উপজেলা।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রাপ্ত পিসিআর এর তথ্যঅনুযায়ী দেখা যায় যে, অনুমোদিত অংগসমূহের বিপরীতে প্রশিক্ষণ অংগটি (অগ্রগতি ৬৬.৫৭%) ব্যতিত সকল অংগের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**
৮.১ **পটভূমি:** মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য উপাদান। আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিদ্যুতের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে জাতীয় গ্রীড হতে পার্বত্য অঞ্চলের এসব দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সমগ্র এলাকায় পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে। তারই অনুসরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় যেখানে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় গ্রীডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় সেসব এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **(ক) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:** পাব্যত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে আগামী ২৫ হতে ৩০ বছরের মধ্যে জাতীয় গ্রীড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় সে সকল এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১.০০ মেগা ওয়াট পিক সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ১০৮৯০ পরিবারের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন;
- ০.৮০ মেগা ওয়াট পিক সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ২৮১৪টি পাড়া কেন্দ্র/কমিউনিটি সেন্টার/ছাত্রাবাস/স্কুল/এতিমখানা/অনাথ আশ্রমে শিক্ষা, বিনোদন ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা সৃষ্টিকরণ;
- ৫,৪০০ (প্রায়) ছাত্রছাত্রীর রত্রিকালীন লেখাপড়ার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চতকরণ;
- মহিলাদের রাত্রিকালীন গৃহস্থলী কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাকরা;
- এলাকাবাসীর সন্ধ্যাকালীন বিনোদনের জন্য টেলিভিশন ব্যবহারের উপযোগী বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; এবং
- কার্বন নি:সরণ হ্রাসকরণ।

৮.৩ **প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

- ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৫৮৯০ সেট সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা।
- ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৫০০০ সেট সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা।

- ১২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৪৭৫ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা।
- ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা।
- ৩২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৩১৫ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা
- ২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৫৮৯০ সেট সোলার মোবাইল ফোন চার্জার সরবরাহ করা।

৮.৪ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:** প্রকল্পটি ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪/১১/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবতার নিরিখে মূল অনুমোদিত প্রকল্প কার্যক্রমের অতিরিক্ত আরো ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৫০০০ সেট সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন, ২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৫৮৯০ সেট সোলার মোবাইল ফোন চার্জার সরবরাহকরণ, মূল অনুমোদিত প্রকল্পের ১২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেমকে ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেমে উন্নীতকরণ, ১২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৩১৫ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেমকে ৩২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৩১৫ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেমে উন্নীতকরণ এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রাচ্যুইটি অর্ন্তভুক্ত করার নিমিত্ত প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধনী ডিপিপি গত ২৬/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৬০৬.৩১ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯। **প্রকল্পটির ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য) এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** প্রকল্পটির আওতায় ৯টি প্যাকেজ (ডিপিএম পদ্ধতিতে ৬টি এবং এলটিএম পদ্ধতিতে ৩ট প্যাকেজ) পণ্য ক্রয় বাবদ ৭২৫৮.৮৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখ হয়। প্রকল্প এলাকা দুর্গম পাহাড়ী ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:
(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১। **প্রকল্প পরিদর্শন:** আইএমইডি কর্তৃক গত ১৭ হতে ২০/০১/২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন এবং পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১১.১ সাধারণ তথ্যাবলী: প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম মূলত দুই ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা হলো সোলার হোম সিস্টেম এবং সোলার কমিউনিটি সিস্টেম। এ দুটি কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নরূপ:

১১.১.১ সোলার হোম সিস্টেম: আরডিপিপিতে পরিবার প্রতি ০১টি করে ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৮৯০ সেট এবং ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন ৫০০০ সেট সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। এছাড়া প্রতিটি হোম সেস্টেমের সাথে মোবাইল চার্জার সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ১০৮৯০টি পরিবারের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১১.১.২ সোলার কমিউনিটি সিস্টেম: মূল ডিপিপিতে ২৮২৪ সেট ১২০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন সিস্টেমের সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের পূর্বে ১২০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন ৪৭৫ সেট স্থাপন করা হয়। অনুমোদিত সোলার কমিউনিটি সিস্টেম এর specification বাস্তব ভিত্তিক না হওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংশোধিত প্রস্তাবের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে specification ও ব্যয় নির্ধারনের জন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট ১টি

কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক সোলার কমিউনিটি সিস্টেমের ক্ষমতা ১২০ হতে ৩২০ ওয়াট পিকে উন্নীত করে specification ও ব্যয় নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। ফলে মূল অনুমোদিত ২৮১৪ সেট হতে স্থাপনকৃত ৪৭৫ সেট বাদ দিয়ে ২৩১৫ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম স্থাপনের জন্য নির্ধারিত হয়। পিসিআর অনুযায়ী লক্ষমাত্রার বিপরীতে ২৮১৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১.১.৩ স্থাপনকৃত সকল সিস্টেমের জন্য Warranty card প্রদান করা হয়েছে। আইটেম ভেদে Warranty period নির্ধারিত রয়েছে যা নিম্নরূপ:

Name of item (65/100/120/250/320 wp)	Warranty period
Solar PV Module	20 Years
Battery	5 Years
Charge Controller	3 Years
LED Light	3 Years
Cell Phone Charger	3 Years

১১.২ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ:

১১.২.১ ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৫৮৯০ সেট সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন এবং ২০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল চার্জার প্রদান: রাঙ্গামাটি জেলায় ২৫টি পরিবার, খাগড়াছড়ি জেলায় ১৮টি পরিবার এবং বান্দরবান জেলায় ২৩টি পরিবারে স্থাপনকৃত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার হোম সিস্টেমে সোলার প্যানেল-১টি, ব্যাটারী-১টি, চার্জ কন্ট্রোলার -১টি, এলইডি লাইট ৬টি, সেল ফোন চার্জার-১টি, ডিসি ফ্যান অপারেটিং অপশন-১টি, প্যানেল স্ট্রাকচার, ব্যাটারী ক্যাবল-১ পিয়ার, কোপর ক্যাবল-৮ মিটার, ক্যাবল লোড-৬০ মিটার, বক্সসহ সুইচ-৬টি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল চার্জার সিস্টেমে সোলার পিভি প্যানেল-১টি সেল ফোন চার্জার ইউনিট-১টি, পোর্টেবল প্যানেল স্ট্যান্ড-১টি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকৃত মালামাল নষ্ট হলে তা মেরামত করার জন্য Warranty card প্রদান করা হয়েছে। সরবরাহকৃত সকল মালামাল কার্যকর দেখা গেছে। তবে, পরিদর্শনকালে ঐ এলাকায় জনসাধারনের সাথে ওঠান বৈঠকের করা হলে তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, অত্র এলাকার অনেক পরিবার এখনও উক্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ফলে প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা প্রাপ্তির জন্য সকলে অনুরোধ জানান।

১১.২.২ ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৫০০০ সেট সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন কাজ: রাঙ্গামাটি জেলায় ১২টি পরিবার, খাগড়াছড়ি জেলায় ১০টি পরিবার এবং বান্দরবান জেলায় ১৫টি পরিবারে স্থাপনকৃত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার হোম সিস্টেমে সোলার পিভি প্যানেল-১টি, ব্যাটারী-১টি, চার্জ কন্ট্রোলার-১টি, এলইডি লাইট ৪টি, সেল ফোন চার্জার-১টি, ডিসি ফ্যান অপারেটিং অপশন-১টি, পিভি প্যানেল স্ট্রাকচার, ব্যাচারী ক্যাবল-১ পিয়ার, কোপার ক্যাবল-৮ মিটার, ক্যাবল লোড-২০ মিটার, ১টি বক্সসহ সুইচ-৭টি, টিবি অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যান্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। সরবরাহকৃত সকল মালামাল কার্যকর দেখা গেছে। তবে, পরিদর্শনকালে দেখা যায়- অত্র এলাকার অনেক পরিবার এখনও উক্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ফলে প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা প্রাপ্তির জন্য সকলে অনুরোধ জানান।

১১.২.৩ ১২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ৪৭৫ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন কাজ: এ অংগটি মূল: রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলায় ৯টি পাড়াকেন্দ্র এবং খাগড়াছড়ি জেলায় ৭টি পাড়াকেন্দ্রে স্থাপনকৃত

কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় অনুমোদিত specification অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। সরবরাহকৃত সকল মালামাল কার্যকর দেখা গেছে।

১১.২.৪ ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন: মূল ডিপিপিতে এ অংগটি অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও বহির্ভূতভাবে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি সেটের মূল্য দাঁড়ায় ১.০৫ লক্ষ টাকা। এখাতে ব্যয় হয়েছে ২৫.২০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনীর সময় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শান্তকরণ এবং বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি সেনা রিজিয়ন এর আওতায়ধীন বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের রুইলুই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নির্বাচন করা হয়। বিদ্যালয়টিতে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম সমৃদ্ধ পাঠদানকার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতর ২৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রম পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার কমিউনিটি সিস্টেমে সোলার পিভি প্যানেল-২৪টি, ব্যাটারী-৪০টি, চার্জ কন্ট্রোলার-৩টি, ইনভারটার-১টি, ৫৬ ইঞ্চি সিলিং ফ্যান-৩টি, ১৮ ওয়াট বিশিষ্ট এলইডি টিউব লাইট ৩টি, ৯ ওয়াট বিশিষ্ট এলইডি টিউব লাইট ১টি, ২০ এ্যাম্পিয়ার বিশিষ্ট অটো চার্জ ওভার সুইচ-১টি, এনার্জি মিটার (সিঙ্গেল ফেজ)-১টি, এনার্জি মিটর -১ সেট, প্যানেল স্ট্রাকচার-১ সেট, ব্যাটারী বক্স-১ সেট, ৫০ এ্যাম্পিয়ার বিশিষ্ট সার্কেট ব্রকার-৩টি, ৬৩ এ্যাম্পিয়ার বিশিষ্ট সার্কেট ব্রেকার-১টি, ১৬ এ্যাম্পিয়ার বিশিষ্ট সার্কেট ব্রেকার-১টি, মাল্টি সকেট-৯টি, ২ গ্যাং সুইচ-৩টি, ১ গ্যাং সুইচ-৩টি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়: সোলার প্যানেলগুলো যাতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের আলো শোষণ করতে পারে সে লক্ষ্যে সোলার প্যানেলগুলো ২৩ ডিগ্রি N কোণে স্থাপন করা হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকদের কক্ষে একটি চার্জার কন্ট্রোলার বোর্ডের উপর ৪টি সোলার চার্জার কন্ট্রোলার এবং চার্জ ধারণ করার জন্য এর সাথে তার দিকে সংযুক্ত ৪০টি ব্যাটারী রয়েছে। বিদ্যালয়টিতে ৩টি ক্লাস রুম রয়েছে, প্রত্যেকটি রুমে ১টি করে SONY flat টেলিভিশন এবং ১টি করে DVD Player Holding Box রয়েছে। পরিদর্শনের তিনটি রুমের ৩টি SONY flat টেলিভিশন সচর দেখা গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষযে পাঠদানের জন্য পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচী অনুসারে তৈরীকৃত সিডিসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে ২০৩ পদাতিক ব্রিগেড ও খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কর্তৃক ডিজিটাল স্কুল প্রোগ্রাম হতে সরবরাহ করা হয়েছে। এ সিডিসমূহের পাশাপাশি শিশুদের স্কুলমুখী করা ও বিনোদনের জন্য বিভিন্ন কার্টুনের সিডি যেমন-ঠাকুরমার ঝুলি, মীনা ইত্যাদি দেখা যায়। বিদ্যালয়টিতে হাজিরার জন্য একটি ইলেক্ট্রোনিক হাজিরা ডিভাইস দেখা যায়, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাজিরার জন্য ব্যবহার করার কথা থাকলেও উপস্থিত শিক্ষক জানান মুধু শিক্ষকরাই তাদের হাজিরায় জন্য ইলেক্ট্রোনিক হাজিরা ডিবাইসটি ব্যবহার করেন। রুইলুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল স্কুলৈ রূপান্তর করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকেও হাজিরার জন্য ইলেক্ট্রোনিক হাজিরা ডিভাইস ব্যবহার করা সমীচীন হতো।

১১.২.৫ ৩২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৩১৫ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন: অনুমোদিত আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ী পাড়া কেন্দ্রের জন্য ১৪৫২টি এবং হোস্টেল/অনাথ আশ্রম/এতিমখানা/কমিউনিটি সেন্টার এর জন্য ৮৬৩টি সহ মোট ২৩১৫টি ৩২০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার কমিউনিটি সিস্টেমে Specification অনুযায়ী ৫টি বাতি ও ১টি স্ট্রীট লাইটের বিপরীতে ২০টি সুইচ স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়। পরিদর্শনকারে দেখা যায়, পাড়া কেন্দ্রে উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ৫টি বাতি ও ১টি স্ট্রীট লাইটের বিপরীতে ২০টি সুইচ স্থাপনের সংস্থান রাখ হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় পাড়া কেন্দ্রে উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ৫টি বাতি ও ১টি স্টীট লাইটের বিপরীতে ৬টি সুইচ স্থাপন এবং হোস্টেল/কমিউনিটি সেন্টার/এতিমখানা/ধমীয় উপাসনালয়ে ৫টি বাতি ও ১টি স্ট্রীট লাইটের বিপরীতে ২০টি সুইচ স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষযে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, আরডিপিপিতে ভুলক্রমে পাড়াকেন্দ্র সিস্টেমে ও ২০টি সুইচ রাখা হয়েছে। কমিউনিটি সিস্টেমে কতটি প্যানেল এর সমন্বয়ে ৩২০ ওয়াট পিক করা হবে তা আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত স্পেসিফিকেশনে উল্লেখ না থাকায় বাস্তবায়ন পর্যায়ে কতটি প্যানেল এর সমন্বয়ে ৩২০ ওয়াট পিক করা হয়েছে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়নি।

১২। **প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:**
(ক) ৬৫ ওয়াট পিক সোলার হোম সিস্টেম তিন পাব্যত্য জেলার নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহে পরিবার প্রতি ০১টি করে ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম (পরিবার)
বান্দরবান	থানচি	তিন্দু	২৫৬
		রোমাক্রি	৩৮০
	রুমা	পাইন্দু	৪৬০
	লাম	রূপসী পাড়া	২২০

		গজালিয়া	৩৫২
	সদর	টংকাবর্তী	১৫০
	নাইক্ষাংছড়ি	দোছড়ি	১০০
	আলীকদম	করুকপাতা	৩৫০
	বোয়াংছড়ি	পাইক্ষ্যং	৯২
উপ-মোট (বান্দরবান):			২৩৬০
রাঙ্গামাটি	রাঙামাটি সদর	বালুখালী	১৯৪
		বন্দুকভাঙা	১৭০
	বিলাইছড়ি	বিলাইছড়ি ও কেংড়াছড়ি	৩৯৭
	বাঘাইছড়ি	বঙ্গালতলী	২৮০
		সাজেক	১১৬
		সিজক	০২
	বরকল	ভূষণছড়া	৫৫৪
	লংগদু	মাইনী ও বগাচতর	১৫০
	নানিয়ারচর	০৩নং নংরুড়িঘাট	১০
উপ-মোট (রাঙামাটি):			১৮৭৩
	খাগড়াছড়ি সদর	ভাইবোনছড়া	১২০
		০১ নং খাগড়াছড়ি	৪৭
		মাইসছড়ি	২৩
	লক্ষীছড়ি	বর্মাছড়ি	১৫০
		দুল্যাতলী	১৫০
	পানছড়ি	লতিবান	২০০
		পানছড়ি	১০৫
	দীঘিনালা	দীঘিনালা	২৬৬
		মেরুং	৮৫
	মহালছড়ি	মুবাছড়ি	৩১
		ক্যায়াংঘট	১৩৫
		মহালছড়ি	৭৫
	মাটিরাঙ্গা	বড়নাল	১২০
		তবলছড়ি	১৫০
উপ-মোট (খাগড়াছড়ি):			১৬৫৭
মোট (তিন পার্বত্য জেলা):			৫৮৯০

(খ) ১০০ ওয়াট পিক সোলার হোম সিস্টেম: তিন পার্বত্য জেলার নিম্নবর্ণিত এলাকা সমূহে পরিবার প্রতি ০১টি করে ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম (পরিবার)
বান্দরবান	থানচি	রেমাক্রী	৪৩০
		তিন্দু	২০০
	রুমা	রোমাক্রী প্রাংসা	৪১৫
		গ্যালেংগা	৪০০
		পাইন্দু	১৬০
	বোয়াংছড়ি	রোয়াংছড়ি	১১৫
	নাইক্ষ্যংছড়ি	দোছড়ি	২০০
	বান্দরবান সদর	টংকাবতী	৫৫
		কুহালং	২৫
উপ-মোট (বান্দরবান)			২০০০
রাঙামাটি	বরকল	ভূষণছড়া	৩০৫

		আইমাছড়া	৮৫
		হরিণা	৩৫
	কাউখালী	ফটিকছড়ি	৭৩
		ঘাগড়া	৮৯
	নানিয়ারচর	বুড়িঘাট	১৬৫
		সাবেক্ষ্যং	৮৩
	জুরাছড়ি	মৈদং	৩০
		দুমদুম্যা	৮৩
	বিলইছড়ি	বড়থলি	১৬
	লংগদু	ভাসান্যাদাম	১১৬
		আটারকছড়া	৬০
	বাঘাইছড়ি	সাজেক	৩৪
	রাঙামাটি	বন্দুকভাঙা	১৪৫
		বালুখালী	২২৫
		জীবতলী	০৯
		উপ-মোট (রাঙামাটি)	১৫৫৩
	পানছড়ি	লোগাং	২৭০
		চেংগী	২৩১
		উল্টাছড়ি	৬০
		পানছড়ি	৩৫
	মহালছড়ি	পাইসছড়ি	১৩০
		ক্যাযাংঘাট	৩০
	দীঘিনালা	বাবছড়া	১৫০
		কবাখালী	১১০
		বোয়ালখালী	৩৪
	মাটিরাঙ্গা	গোমতি	৩৭
	মানিকছড়ি	যোগ্যাস্থোলা	৭৮
	গুইমারা	ফাফছড়ি	৮০
		সিন্দুকছড়ি	২০৫
উপ-মোট (খাগড়াছড়ি):			১৪৫০
মোট (তিন পার্বত্য জেলা):			৫০০০

(গ) ১২০ ওয়াট পিক সোলার কমিউনিটি সিস্টেম: রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নিম্নবর্নিত এলাকার পাড়াকেন্দ্র সমূহে ১২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

জেলা	উপজেলা	পাড়াকেন্দ্রে স্থাপিত সোলার কমিউনিটি সিস্টেম
রাঙ্গামাটি	সদর	৬০
	জুবাছড়ি	৮১
	কাউখালী	৫৬
	লংগদু	২৮
	উপ-মোট (রাঙ্গামাটি)	২২৫
খাগড়াছড়ি	সদর	১১৫
	দিঘীনালা	৭৫
	লক্ষীছড়ি	০১
	পানছড়ি	৫৯
	উপ-মোট (খাগড়াছড়ি):	২৫০
	মোট (রাঙ্গামাটি+খাগড়াছড়ি):	৪৭৫

(ঘ) ২৫০ ওয়াট পিক সোলার কমিউনিটি সিস্টেম: রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক রুইলুই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সমৃদ্ধ পাঠদানকার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৫০ ওয়াট পিক ক্ষমতার ২৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

(ঙ) ৩২০ ওয়াট পিক সোলার কমিউনিটি সিস্টেম: তিন পার্বত্য জেলার নিম্নবর্ণিত এলাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/হোস্টেল/কমিউনিটি সেন্টারসমূহে ৩২০ ওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন ২৩১৪ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

জেলা	উপজেলা	পাড়াকেন্দ্র	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/হোস্টেল/কমিউনিটিসেন্টার
খাগড়াছড়ি	সদর	-	২২
	গুইমারা	৮২	২২
	দীঘিনালা	০৩	২৭
	পানছড়ি	-	৬৫
	মহালছড়ি	২৪	১৫
	মাটিরাঙ্গা	৪৩	২৫
	মানিকছড়ি	৬৪	১৬
	রামগড়	৩৮	০৪
	লক্ষীছড়ি	৪২	-
উপ-মোট (খাগড়াছড়ি)		৩০০	১৯৬
রাঙ্গামাটি	লংগদু	১৯	১৫১
	সদর	-	৪৪
	জুরাছড়ি	-	২৬
	বিলাইছড়ি	৪২	০৬
	বাঘাইছড়ি	৩৪	১২
	কাউখালী	-	১৩
	কাপ্তাই	৪৮	-
	নানিয়ারচর	৮৮	৬৫
	বরকল	৮৪	৫৮
	রাজস্থলী	২৯	২
উপ-মোট (রাঙ্গামাটি)		৩৪৪	৩৭৬
বান্দরবান	সদর	১৭৬	৬৪
	বোয়াংছড়ি	১৩৬	৪৯
	রুমা	১২৬	২৪
	থানচি	১০২	৯৮
	লামা	১৫৫	৩৫
	আলীকদম	৫৯	০১
	নাইক্ষ্যংছড়ি	৫০	২৩
উপ-মোট (বান্দরবান):		৮০৪	২৯৪
মোট:		১৪৫২	৮৬৬

(চ) ২০ ওয়াট পিক সোলার মোবাইল ফোন চার্জার: তিন পার্বত্য জেলার নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহে ২০ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার মোবাইল চার্জার সরবরাহ করা হয়েছে।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	সরবরাহকৃত মোবাইল চার্জার (পরিবার)
বান্দরবান	থানচি	তিন্দু	২৫৬
		রেমাক্রি	৩৮০
	রুমা	পাইন্দু	৪৬০
	লামা	রুপসী পাড়া	২২০
		গজালিয়া	৩৫২
	সদর	টংকাবতী	১৫০

	নাইক্ষাংছড়ি	দোছড়ি	১৩০
	আলকিদম	কারুকপাতা	৩৫০
	বোয়াংছড়ি	পাইক্ষাং	৯২
		উপ-মোট (বান্দরবান)	২৩৬৩
রাঙামাটি	রাঙামাটি সদর	বালুখালী	১১৪
		বন্দুকভাঙা	১২৩
	বিলাইছড়ি	বিলাইছড়ি ও কেংড়াছড়ি	৩৯৭
	বাঘাইছড়ি	বঙ্গালতলী	২৮০
		সাজেক	১১৬
		সিজক	৩২
	বরকল	ভুষণছড়া	৩৫৪
	লংগদু	মাইনী ওবগাচতর	১৫৩
	নানিয়ারচর	০৩ নং বুড়িঘাট	১০
উপ-মোট (রাঙামাটি)			১৮৭৩
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	ভাইবোনছড়া	১২৩
		০১ নং খাগড়াছড়ি	৪৭
		মাইসছড়ি	২৩
	লক্ষীছড়ি	বর্মছড়ি	১৫০
		দুলাতলী	১৫০
	পানছড়ি	লতিবান	২৩০
		পানছড়ি	১০৫
	দীঘিনালা	দীঘিনালা	২৬৬
		মেরুং	৮৫
	মহালছড়ি	মুবাছড়ি	৩১
		ক্যায়াংগাট	১৩৫
		মহালছড়ি	৭৫
	মাটিরাঙ্গা	বড়নাল	১২০
		তবলছড়ি	১৫০
		উপ-মোট (খাগড়াছড়ি)	১৬৫৭
		মোট (তিন পার্বত্য জেলা)	৫৮৯০

১৩। **অর্থবছর অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		এডিপি বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
	অংগের বিবরণ	পরিমাণ		পরিমাণ	আর্থিক	
২০১৫-১৬	সোলার হোম সিস্টেম (৬৫ ওয়াট)	৪০৩ সেট	১৪৫.২৫	৪০৩ সেট	১৪৫.২৫	২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিপিপি সংশোধন পর্যায়ে থাকায় কোন সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়নি
	সোলার কমিউনিটি সিস্টেম (১২০ ওয়াট পিক)	-	-	-	-	
	মোটর সাইকেল	৪ টি	১০.৬০	৪ টি	১০.৬০	
	কম্পিউটার	৪সেট	২.৪০	৪ সেট	২.৪০	
	প্রিন্টার	৪ টি	০.৪৮	৪ টি	০.৪৮	
২০১৬-১৭	সোলার হোম সিস্টেম (৬৫ ওয়াট পিক)	৫৪৮৭ সেট	১৯৭৫.১৫	৫৪৮৭ সেট	১৯৭৫.১৫	

	সোলার কমিউনিটি সিস্টেম (১২০ ওয়াট পিক)	৪৭৫ সেট	২৬৬.০০	৪৭৫ সেট	২৬৩.০০	
	সোলার কমিউনিটি সিস্টেম (২৫০ ওয়াট পিক)	২৪ সেট	২৫.২০	২৪ সেট	২৫.২০	
	পিকআপ	১ টি	৫০.০০	১ টি	৫০.০০	
২০১৭-১৮	সোলার হোম সিস্টেম (১০০ ওয়াট পিক)	১০০০ সেট	৪৫০.০০	-	-	
	সোলার মোবাইল ফোন চার্জার (২০ ওয়াট পিক)	২৩৩৯ টি	১০৫.২৫	-	-	
	সোলার কমিউনিটি সিস্টেম (৩২০ ওয়াট পিক)	৮০০ সেট	৭৩১.৭৫	-	-	
২০১৮-১৯	সোলার হোম সিস্টেম (১০০ ওয়াট পিক)	৪,০০০ সেট	২২৫০.০০	৫০০০ সেট	২২৫০.০০	
	সোলার মোবাইল ফোন চার্জার (২০ ওয়াট পিক)	৩৫৫২ টি	২৬৫.০৫	৫৮৯০ সেট	২৬৫.০৫	
	সোলার কমিউনিটি সিস্টেম (৩২০ ওয়াট পিক)	১৫১৫ সেট	২২৬৮.৭০	২৩১৫ সেট	২২৬৮.৭০	

১৪। বছরভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ব্যয় ও অব্যায়িত অর্থ সমর্পণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আরডিপিপি'র	সংশোধিত এডিপি	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ
২০১৫-২০১৬	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	-
২০১৬-২০১৭	২৪৪৩.৯৬	২৪৪৪.০০	২৪৪৩.৯৬	২৪৪৩.৯৬	-
২০১৭-২০১৮	১৪১৭.৩০	১৩৫৬.০০	৬৭৮.০০	৬৪.৭৪	৬১৩.২৬
২০১৮-২০১৯	৩৫৪৫.০৫	৪৮৯৪.০০	৪৮৭৬.৮৩	৪৮৭৬.৮৩	১৭.৪৩
মোট:	৭৬০৬.৩১	৮৮৯৪.০০	৭৫৮৫.৫৩	৭৫৮৫.৫৩	৬৪৮.১২

তথ্য সূত্র: পিসিআর অনুযায়ী

১৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ০২ জন সদস্য (যুগ্ম সচিব) অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে থাক কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলো:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
মো: মনজুরুল আলম	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি। পদবি- সদস্য বাস্তবায়ন (যুগ্ম সচিব)	১৮.০৩.২০১৬-২৭.১১.২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
আশীষ কুমার বড়ুয়া	পাবত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি	২৭.১১.২০১৭-৩০.০৬.২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব

	পদবি-সদস্য প্রশাসন (যুগ্ম সচিব)		

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল
(ক)	প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১.০০ মেগাওয়াট পিক সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ১০৮৯০ পরিবারের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন;	(ক)	প্রত্যন্ত এলাকায় জাতীয় গ্রীডের আওতা বহির্ভূত গ্রামের ১০৮৯০টি পরিবারের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ১.০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ায় তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।
(খ)	০.৮০ মেগাওয়াট পিক সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ২৮১৪ টি পড়া কেন্দ্র/কমিউনিটি সেন্টার/ছাত্রবাস/স্কুল/এতিমখানা/অনাথ আশ্রমে শিক্ষা, বিনোদন ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা সৃষ্টিকরণ;	(খ)	২৮১৪টি পাড়া কেন্দ্র/কমিউনিটি সেন্টার/ছাত্রাবাস/স্কুল/এতিমখানা/অনাথ আশ্রমে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ০.৮০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ায় শিক্ষা, বিনোদন ও অন্নান্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় পর্যাপ্ত সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
(গ)	৫,৪০০ (প্রায়) ছাত্রছাত্রীর রাত্রিকালীন লোখাপড়ার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;	(গ)	সোলার হোস সিস্টেম স্থাপন করায় রাতের বেলা পর্যাপ্ত আলো থাকে। ফলে সুবিধাভোগী পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভালভাবে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
(ঘ)	মহিলাদের রাত্রিকালীন গৃহস্থলী কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা;	(ঘ)	রাতের বেলা বাতির আলোর সাহায্যে মহিলারা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে অতিরিক্ত উপার্জন করার পাশাপাশি গৃহস্থলী কর্মকান্ড সম্পাদন করা সহজতর হয়েছে।
(ঙ)	এলাকাবাসীর সন্ধ্যাকালীন বিনোদনের জন্য টেলিভিশন ব্যবহারের উপযোগী বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;	(ঙ)	সন্ধ্যাকালীন বিনোদনের জন্য টেলিভিশন ব্যবহারের উপযোগী বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় তারা বিনোদনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র বিনেয়োগ উৎসাহিত হয়েছে।
(চ)	কার্বন নি:সরণ হ্রাসকরকণ;	(চ)	জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে কার্বন-ডাই –অক্সাইড নির্গমন কমানো সম্ভব হয়েছে।

১৭। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ:** অনুমোদিত অংগসমূহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৮। সার্বিক পর্যবেক্ষণ: প্রত্যন্ত এলাকায় জাতীয় গ্রীডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় সেসব এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয় গ্রীডের আওতা বহির্ভূত গ্রামের ১০৮৯০টি পরিবার এবং ২৮১৪টি পাড়াকেন্দ্র/হোস্টেল/অনাথ আশ্রম/এতিমখানা/কমিউনিটি সেন্টারে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় বর্তমানে ১.৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা, বিনোদন ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৯। **সুপারিশ:**

১৯.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে আগামী ২৫ হতে ৩০ বছরের মধ্যে জাতীয় গ্রীড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে না সে সকল এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় স্বল্প পরিসরে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় বৃহৎ জনগোষ্ঠী এ সুবিধার বাহিরে রয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের আওতায় যাতে পার্বত্য এলাকায় সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি যাতে Sustainable হয় সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সার্বিক গুরুত্ব বিবেচনায় পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

১৯.২ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণকারে ডিপিপিতে সুনির্দিষ্টভাবে কাজের পরিমাণ ও নির্ভুল ব্যয় প্রাক্কলন করা সীচীন হওয়া বাঞ্চনীয় (প্রতিবেদনের ক্রমিক নং-১১.২.৫);

১৯.৩ ভবিষণ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্থণালয় সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণকালে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রতিফলনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে (পিসিআর-এর পৃষ্ঠা-১ ও ক্রমিক নং-৫, পৃষ্ঠা-৩ ও ক্রমিক নং-১ এবং ২, পৃষ্ঠা-১১/১২ ও ক্রমিক নং-২);

১৯.৪ প্রকল্পের আওতায় সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান অংগে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি যাতে Sustainable হয় সে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রশিক্ষণের পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে হবে;

রুইলুই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল স্কুলে রূপান্তর করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের পাশাপাডশি শিক্ষার্থীদেরকেও হাজিরার জন্য ইলেক্ট্রোনিক হাজিরা ডিভাইস ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়নি। ভবিষ্যতে কোন প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালে রুপান্তর করার ক্ষেত্রে সকল বিষয়াদি বিবেচনায় নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো; এবং

১৯.৬ প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ২৪ মাস থাকলেও বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে ৩৬ মাসে। অন্যদিকে, অনুমোদিত মূল প্রকল্প ব্যয় ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও তা সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয ৭৬০৬.৩১ লক্ষ টাকায় নিধঅরিত ও অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে মূল বাস্তবায়নকালে ৫০% সময় অতিক্রান্তির পাশাপাশি মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৯.৬৩% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে। সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ন্যায় চলমান অন্য কোন প্রকল্পে যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।